রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৭ চৈত্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/ ৩১ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ৪৫ আইন/২০১৪।—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৩৮, ধারা ৮, ১৯(৩) এবং ২৮(২) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। **বিধিমালার নাম।**—এই বিধিমালা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ডেভেলপার নিয়োগ, ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) **"অর্থনৈতিক অঞ্চল"** অর্থ সরকারের বিদ্যমান শিল্পনীতিতে সংরক্ষিত শিল্প এলাকা হিসাবে চিহ্নিত খাতসমূহ ব্যতীত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সহ অন্য যেকোন শিল্প, বাণিজ্যিক ও পর্যটন স্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল;

(খ) **"অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার বা ডেভেলপার"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২) এ সজ্ঞায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার এবং বিকল্প ডেভেলপারও, ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে;

(গ) **"অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবহারকারী"** অর্থ অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবহারের অনুমতিপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) **"অর্থনৈতিক অঞ্চলে বসবাসকারী"** অর্থ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বসবাসের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(ঙ) **"অনুমতিপত্র"** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার নিয়োগের নিমিত্ত প্রদত্ত অনুমতিপত্র এবং কর্তৃপক্ষ ও ডেভেলপারের সহিত সম্পাদিত চুক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) **"অন-সাইট অবকাঠামো"** অর্থ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে অবস্থিত অবকাঠামো এবং শ্রমিকদের বাসস্থানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) **"অবকাঠামো"** অর্থ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন ও কার্যক্রমকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সুবিধা, স্থাপনা ও ইউটিলিটি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবাসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(১) বিল্ডিং বা অনুরূপ অন্যান্য কাঠামো;

(২) কঠিন বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, ইত্যাদি সংগ্রহ, শোধন, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;

(৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বন্টন;

(৪) গ্যাসসহ অন্যান্য জ্বালানি সরবরাহ ও বন্টন;

(৫) বৃষ্টির পানি সংগ্রহ,শোধন এবং অপসারণ সুবিধা;

(৬) পয়ঃনিষ্কাশন;

(৭) সড়ক ও ব্রীজসহ পরিবহণ নেটওয়ার্ক;

(৮) টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি;

(৯) পানি সরবরাহ ও বন্টন;

(১০) চিকিৎসা সুবিধা;

(১১) দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ; এবং

(১২) সেন্ট্রাল ফেসিলিটিস সেন্টার এন্ড টেস্টিং ফেসিলিটিস;

(জ) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন);

(ঝ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ১৭ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ;

(ঞ) **"গভর্ণিং বোর্ড"** অর্থ কর্তৃপক্ষের গভর্ণিং বোর্ড;

(ট) **"গাইড লাইন"** অর্থ বিধি ৪এর অধীন প্রণীত ডেভেলপার নিয়োগ গাইড লাইন;

(ঠ) **"চুক্তি"** অর্থ ডেভেলপার নিয়োগের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এবং ডেভেলপারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি;

(ড) **"ব্যক্তি"** অর্থ যে কোন ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী , অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য যে কোন সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপারের শ্রেণীবিভাগ।**—কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নবর্ণিত শ্রেণীর অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার নিয়োগ করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার;

(খ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার।

৪।**ডেভেলপার নিয়োগ গাইড লাইন প্রণয়ন।**—এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, গভর্ণিং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, ডেভেলপার নিয়োগ গাইড লাইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫। **ডেভেলপারের নিয়োগ, মেয়াদ, ইত্যাদি।**—(১) কর্তৃপক্ষ, গাইড লাইন অনুসরণক্রমে ডেভেলপার নিয়োগ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, গাইড লাইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর ০১ আগষ্ট ২০১০ তারিখের পত্র সংখ্যা ০৩.০৬৮.০১৪.০৩.০০.০০৫.২০১০ (অংশ-২)-৩২৩ এর মাধ্যমে জারিকৃত Policy and Strategy for Public-Private Partnership (PPP), 2010 এর আওতায় প্রণীত Guidelines for Formulation, Appraisal and Approval of Large Projects, Guidelines for Formulation, Appraisal and Approval of Medium Projects ও Guidelines for Formulation, Appraisal and Approval of Small Projects অনুসরণপূর্বক ডেভেলপার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবে এবং ডেভেলপার হিসেবে অনুমতিপত্র প্রদান করিবে।

(৩) ডেভেলপারের কার্যকালের মেয়াদ হইবে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) বৎসরঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদকালে ডেভেলপারের কর্মকান্ড সন্তোষজনক হইলে এবং কর্তৃপক্ষ ডেভেলপারের নিয়োগের মেয়াদকাল বর্ধিত করা প্রয়োজন মনে করিলে, গভর্ণিং বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উক্ত ডেভেলপারের নিয়োগের মেয়াদ তদকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবে।

৬।**ডেভেলপারের যোগ্যতা।**—কোন ব্যক্তি ডেভেলপার হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য যোগ্য হইবেন না যদি না তাহার নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকে, যথা:-

(ক) একক, মাল্টিপ্রডাক্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প পার্ক অথবা ফ্রি পোর্ট প্রতিষ্ঠা এবং উহাদের পরিচালনায় কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা;

(খ) বিগত ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প পার্ক অথবা ফ্রি পোর্ট ডিজাইন তৈরী করিবার অভিজ্ঞতা অথবা অর্থায়নের অভিজ্ঞতা;

(গ) বিগত ৩ (তিন) বৎসরে অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প পার্ক অথবা ফ্রি পোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতি বৎসরে গ্রস রেভিনিউ এর পরিমাণ ১০ (দশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এবং

(ঘ) নীট সম্পদ (Net worth) অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৭। **ডেভেলপারের অধিকার ও সুবিধা**।—অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার আইন, এই বিধিমালা, প্রচলিত অন্যান্য আইন, বিধি-বিধান, আইনগত দলিল এবং চুক্তি অনুসারে নিম্নবর্ণিত অধিকার ও সুবিধা প্রাপ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং উহার ভূমি, অন-সাইট অবকাঠামো ও অন্যান্য সম্পত্তির উন্নয়ন, ব্যবহার এবং পরিচর্যার জন্য কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে তৃতীয় কোন পক্ষের সহিত চুক্তি সম্পাদন ;

(খ) দেশী এবং বিদেশী নাগরিককে কর্মে নিয়োগ;

(গ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনা;

(ঘ) সরকারের অনুমোদনক্রমে অর্জিত মুনাফার কোন অংশ বাংলাদেশের বাহিরে স্থানান্তর;

(ঙ) চুক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা।

৮। **ডেভেলপারের দায়িত্ব**।—ডেভেলপার আইন, এই বিধিমালা, প্রযোজ্য সকল আইন, বিধি-বিধান, আইনগত দলিল এবং চুক্তি অনুসারে নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে, যথাঃ-

(ক) অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি বা উক্ত ভূমিতে অবস্থিত অন্যান্য সম্পত্তির উন্নয়ন, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবহারকারী এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলে বসবাসকারীর চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তর বা বাহিরে সকল ধরনের ইউটিলিটি এবং অন্যান্য মৌলিক সেবা প্রদান এবং উক্তরূপ সেবা প্রদানের জন্য চুক্তি অনুসারে চার্জ আদায়;

(গ) ভূমি ব্যাবহার চিহ্নিতকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গিকারসমূহ বাস্তবায়ন, দারিদ্র হ্রাসকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং জোনিং প্লানসহ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিস্তারিত মাস্টার প্লান এককভাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় প্রস্তুতকরণ এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ;

(ঘ) অবকাঠামো, অন-সাইট অবকাঠামো এবং পরিবহন সংযোগসহ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমির উপর স্থাপনা নির্মাণ;

(ঙ) টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের,যৌক্তিক বাণিজ্যিক পন্থায় (commercially viable), উন্নয়ন;

(চ) নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসহ অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল, যথাঃ—

(অ) বিগত পঞ্জিকা বৎসরে অর্থনৈতিক অঞ্চলে গৃহীত বিনিয়োগ এবং পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরে সম্ভাব্য বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য;

(আ) উন্নয়নাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমির এলাকা এবং উহার উপর নির্মিত স্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য;

(ছ) নির্ধারিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের সময়সূচি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত আর্থিক উন্নয়ন, যেমনঃ মূলধন এবং ঋণ অর্থায়নের পরিমাণ ও সময়সূচি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন;

(জ) পরিবেশ, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ এবং শ্রম সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন;

(ঝ) সরকার বা স্থানীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল কর, ফি বা অন্য কোন বকেয়া পরিশোধ;

(ঞ) সকল নথি,রেকর্ড, হিসাব এবং আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা সাপেক্ষে, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান অনুযায়ী সংরক্ষণ;

(ট) অন্যান্য বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন।

৯। **ডেভেলপারের অনুমতিপত্র স্থগিত, বাতিল, ইত্যাদি**।—(১) কোন ডেভেলপার আইন, এই বিধিমালা, প্রযোজ্য অন্য কোন আইন, বিধি-বিধান, আইনগত দলিল অথবা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে, কর্তৃপক্ষ, গভর্ণিং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, উক্ত ডেভেলপারের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুমতিপত্র গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে স্থগিত করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত শর্তসমূহ প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, কর্তৃপক্ষ, গভর্ণিং বোডের অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারকে পুনরায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া উক্ত ডেভেলপারের অনুমতিপত্র চূড়ান্তভাবে বাতিল করিতে পারবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন ডেভেলপারের নিয়োগ চূড়ান্তভাবে বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং গেজেট প্রকাশিত হইবার ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারের কোন আপত্তি না পাওয়া গেলে উক্ত ডেভেলপারের অুনমতিপত্র চূড়ান্তভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সম্পাদিত চুক্তিও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন ডেভেলপারের অনুমতিপত্র বাতিল করা হইলে কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে উক্ত ডেভেলপারের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। **বিকল্প ডেভেলপার নিয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) বিধি ৯ এর অধীন কোন ডেভেলপারের নিয়োগ চূড়ান্তভাবে বাতিল করা হইলে অসমাপ্ত কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কর্তৃপক্ষ বিধি ৫এ উপবিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী বিকল্প ডেভেলপার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী বিকল্প ডেভেলপার নিয়োগ না করা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অন্য কোন অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপারের মাধ্যমে কাজ অব্যাহত রাখিতে পারিবে।

(৩) বিকল্প ডেভেলাপার নিয়োগের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত এজেন্সীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবহারকারী অথবা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বসবাসকারীগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১১। **বিশেষ বিধান**।—বিধি ৯ এর অধীন ডেভেলপারের অনুমতিপত্র স্থগিত বা বাতিল করা হইলে—

(ক) সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের সকল উন্নয়ন কাজ স্থগিত থাকিবে, তবে সাইটের নিরাপত্তা ও জরুরী সেবাসমূহ অব্যাহত রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) তৃতীয় পক্ষের সহিত সম্পাদিত চুক্তি (sub-contract) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) ডেভেলপারকে অনুমতিপত্র বাতিলের ৭(সাত) দিনের মধ্যে সকল কাগজপত্র, ডকুমেন্ট, ডিজাইন ও অন্যান্য দলিলসহ সকল দায় দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের নিকট বুঝাইয়া দিতে হইবে।

১২। **পাওনা পরিশোধ, ইত্যাদি**।—কোন ডেভেলপারের অনুমতিপত্র বাতিল করা হইলে—

(ক) কর্তৃপক্ষের কোন পাওনা থাকিলে সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারের নিকট হইতে আদায় করিবে; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারকে তাহার সম্পাদিত কাজের জন্য প্রাপ্য পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে উক্ত পাওনা বিকল্প ডেভেলপারের নিকট হইতে যুক্তিসঙ্গভাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৩। **অনুমতিপত্র প্রত্যার্পণ**।—অনুমতিপত্রের শর্ত সাপেক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণে ডেভেলপার আংশিক বা সম্পূর্ণ কাজ না করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদানক্রমে অনুমতিপত্র কর্তৃপক্ষের বরাবর প্রত্যার্পণ করিতে পারিবে।

১৪। **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপত্রের শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে ডেভেলপারের প্রতিকার**।—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রতিকার লাভের অধিকারী হইবে, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট ডেভেলপার কর্তৃপক্ষকে লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে উক্ত শর্ত লংঘনের বিষয়টি অবহিত করিয়া ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি সমাধান বা নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে;

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধান বা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা কোন প্রতিকার করিতে না পারিলে, ডেভেলপার প্রতিকারের জন্য পুনরায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) দফা (খ) এর বিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষ কোন প্রতিকার প্রদানে ব্যর্থ হইলে আইনের বিধান অনুসারে ডেভেলপার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৫। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ।**—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজীতে অনূদিত (Authentic English Text) একটি পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
পরিচালক।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd